ভালোর আশায়

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

ভালোর আশায়

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

যদিও এই বইটির প্রস্তুতিতে প্রতিটি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, প্রকাশক এখানে থাকা তথ্য ব্যবহার করার ফলে ত্রুটি বা বাদ পড়ার জন্য বা ক্ষতির জন্য কোনও দায়বদ্ধতা গ্রহণ করবেন না।

ভালোর আশায়

প্রথম সংস্করণ। নভেম্বর 05, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটি ভাল এবং ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তা প্রাপ্তিতে আশা থাকার মধ্যে পার্থক্য বোঝার বিষয়ে আলোচনা করে। এই আলোচনা পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 78-82 এর উপর ভিত্তি করে:

"এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত লোক যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে। অতএব আফসোস তাদের জন্য যারা নিজের হাতে 'কিতাব' লেখে, অতঃপর বলে, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে', যাতে তা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। তাদের হাত যা লিখেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক। আর তারা (আহলে কিতাব) বলে, "কিছু দিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না।" বল, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার নিয়েছ? কেননা আল্লাহ কখনই তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না?" হ্যাঁ, [বিপরীতভাবে] যে ব্যক্তি মন্দ উপার্জন করে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে - তারাই সেখানে চিরকাল থাকবে; সেখানে চিরকাল থাকবে।"

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মন ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

ভালোর আশায়

অধ্যায় 2 - আল বাকারা, আয়াত 78

وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨

"এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

"এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

এই শ্লোকটি সেই সমস্ত লোকদের সমালোচনা করে যারা মৌখিকভাবে একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে অনুসরণ করার দাবি করে কিন্তু এর শিক্ষাগুলি শিখতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয়। কিতাবধারীদের মধ্যে অনেকেই অন্ধভাবে তাদের ঐশ্বরিক কিতাবগুলো আবৃত্তি করতেন যা তারা শিখিয়েছেন এবং কী সমর্থন করেছেন, আজকের মুসলমানদের মতো যারা পবিত্র কুরআনের অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করেন। ফলে কিতাবধারী এই অশিক্ষিত লোকেরা তখন তাদের আসমানী কিতাবের শিক্ষা না বুঝে তাদের বুজুর্গ ও আলেমদের অন্ধ অনুসরণ করবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি তাদের পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করেছিল কারণ তাদের অনেক বুজুর্গ এবং পণ্ডিতরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশী কিতাবের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য। উদাহরণ স্বরূপ, তাদের অধিকাংশই ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তাদের অজ্ঞ অনুসারীদেরকে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার পরামর্শ দিয়েছিল যদিও তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের ঐশী কিতাবে আলোচিত হওয়ার কারণে এর সত্যতাকে স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিল। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 78:

" *এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না..."*

এই আয়াতটি তাই ঐশ্বরিক জ্ঞান শিখতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হয়ে অজ্ঞতা অবলম্বন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে কারণ এটি প্রায়শই অন্যদের অন্ধ অনুকরণের দিকে নিয়ে যায়, যা প্রায়শই বিপথগামীতার দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 116:

“আর যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা অনুমান ব্যতীত অনুসরণ করে না এবং তারা ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া কিছুই নয়।"

সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বর হাদিসে পাওয়া হাদিস অনুসারে ইসলামিক জ্ঞান শেখা এবং তার উপর আমল করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ হওয়ার অন্যতম কারণ।

একজন মুসলিম ইসলামী জ্ঞানের সমস্ত জটিল এবং বিশদ দিক যেমন ইসলামী আইনশাস্ত্রের জটিল দিকগুলি বুঝতে পারে বলে আশা করা যায় না। কিন্তু তারা পবিত্র কুরআনে আলোচিত ঈমানের মৌলিক উপাদান এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শিখবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং তারা নিয়মিতভাবে তাদের পথনির্দেশের এই দুটি উৎসের উপর অধ্যয়ন, শিখতে এবং কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। জীবন এটি নিশ্চিত করবে যে কেউ তাদের সমস্ত ধর্মীয় বিষয়ে অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ করবে না যার ফলে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

অজ্ঞতা একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করা থেকেও বাধা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। তারা যে আশীর্বাদগুলিকে মঞ্জুর করা হয়েছিল তা

সঠিকভাবে কীভাবে ব্যবহার করতে পারে যখন তারা জানে না? এই অজ্ঞ লোকেরা তখন তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে যখন তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত বলে ধরে নেবে, কারণ তারা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবি করে। এই মনোভাব শুধুমাত্র তাদেরকে ধর্মীয় অনুশীলন এবং বিশ্বাস বলে ধরে নিয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা ও বিশ্বাস গ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে। এটি কেবলমাত্র আরও বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যাবে, কারণ এই অভ্যাসগুলির অনেকগুলি শিরক এবং মহান আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে নিহিত । অজ্ঞ মুসলমানদের দেখলেই তা স্পষ্ট হয়।

কিতাবধারীদের মধ্যে থেকে অজ্ঞরা ধরে নিয়েছিল যে ঐশ্বরিক জ্ঞান শিখতে এবং তার উপর কাজ করতে ব্যর্থ হওয়া এবং তার পরিবর্তে তাদের ধর্ম থেকে কিছু অনুশীলন শেখাই পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট। তারা তাদের বিশ্বাসকে কয়েকটি খালি অনুশীলনে পরিণত করেছে এবং বুঝতে পারেনি যে তাদের বিশ্বাস তাদের প্রতিটি উদ্দেশ্য, শব্দ এবং কর্মকে প্রভাবিত করার জন্য। এই উপলব্ধি তখনই ঘটে যখন কেউ ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করে এবং তার উপর কাজ করে। দুঃখজনকভাবে, অনেক মুসলমান তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কিছু শারীরিক ইবাদতের উপর নির্ভর করে অনুমান করে যে এটি সাফল্যের পথ। যখন কেউ তাদের বিশ্বাসকে কিছু অভ্যাস এবং আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত করে যা তারা বোঝে না এমন ভাষায় সম্পাদিত হয়, তখন তাদের বিশ্বাস আর জীবনের উপায় হয়ে ওঠে না। পরবর্তী প্রজন্ম যখন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তখন তারা এই কয়েকটি অভ্যাস ত্যাগ করার আগে শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার এই ভেবে যে তারা তাদের বিশ্বাসের জীবনযাত্রার একটি উপায় বোঝার পরিবর্তে তারা তাদের সংস্কৃতির একটি অংশ। উদাহরণ স্বরূপ, পশ্চিমা দেশগুলিতে অভিবাসিত প্রবীণরা পোশাকের প্রতি তাদের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম যারা পশ্চিমে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বেড়ে উঠেছেন তারা পোশাকের এই পদ্ধতিটি ত্যাগ করেছেন এই ভেবে যে এটি কেবল একটি সাংস্কৃতিক অনুশীলন এবং জীবনধারা নয়। সংস্কৃতি এবং ফ্যাশনের সমস্যা হল যে তারা সবসময় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পরিবর্তিত হয় এবং যদি বিশ্বাসকে কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুশীলন হিসাবে দেখা হয় তবে এটিও সময়ের

সাথে সাথে পরিত্যক্ত হবে। ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যেও কিতাবধারীদের সাথে এমনটি ঘটেছে। এক সময় তাদের গির্জা এবং উপাসনালয়গুলি একনিষ্ঠ উপাসক এবং জ্ঞানের সন্ধানকারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল কিন্তু লোকেরা যখন জ্ঞান ত্যাগ করেছিল এবং শুধুমাত্র কয়েকটি অনুশীলনের উপর নির্ভর করেছিল, তখন পরবর্তী প্রজন্ম আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছিল এবং এমনকি এই কয়েকটি অভ্যাস ত্যাগ করেছিল এবং ফলস্বরূপ তাদের উপাসনালয়গুলি। এবং গীর্জা খালি হয়ে গেল।

উপরন্তু, যারা পুরানো প্রজন্মের মধ্যে এই মানসিকতা গ্রহণ করেছিল তারা তাদের শেখা কয়েকটি অনুশীলনের উপর ধারণ করেছিল কিন্তু সমাজের সাধারণ মানসিকতার পরিবর্তনের কারণে, পরবর্তী প্রজন্ম আর সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলিকে অন্ধভাবে প্রয়োগ করতে চায় না এবং এমনকি প্রায়শই প্রশ্ন করে যে কেন তাদের বিশ্বাস গ্রহণ করা উচিত? এবং এই অনুশীলনের উপর কাজ করুন। বয়স্ক প্রজন্ম যদি জানে না কেন তারা মুসলমান, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মকে তারা কীভাবে বোঝাবে? অজ্ঞতা শুধুমাত্র পরবর্তী প্রজন্মকে তাদের বিশ্বাস এবং তাদের প্রবীণদের দ্বারা শেখানো কিছু অভ্যাস ত্যাগ করতে এবং পরিবর্তে তাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে জীবনযাপন করতে উত্সাহিত করবে।

মুসলিমরা যদি ইসলামী জ্ঞান অধ্যয়ন ও আমল করে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে ব্যর্থ হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মকে অনুরূপ করতে উত্সাহিত করে, তবে তারাও এই আয়াতে বর্ণিত কিতাবের লোকদের ভাগ্য ভাগ করবে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

এটি ঐশ্বরিক শিক্ষাগুলি শিখতে এবং কাজ করতে ব্যর্থ হওয়ার বিপজ্জনক পরিণতির বিষয়েও সতর্ক করে। যে এই মনোভাব অবলম্বন করে সে অনিবার্যভাবে তাদের বিশ্বাস সম্পর্কে এমন কিছু বিশ্বাস করবে যা কেবল সত্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহর কিছু স্বর্গীয় গুণাবলী শিখতে পারে, যেমন তিনি সমস্ত ক্ষমাশীল এবং করুণাময় এবং ফলস্বরূপ তারা তাঁর করুণা ও ক্ষমার আশার অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে ইচ্ছাপূরণের চিন্তায় লিপ্ত হবেন। অর্থ, তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অটল থাকবে, এবং বিশ্বাস করবে যে তিনি তাদের ক্ষমা করবেন, কারণ তিনি ক্ষমাশীল। যদিও, মহান আল্লাহ যাকে চান তাকে ক্ষমা করেন, কম নয়, তিনি স্পষ্ট করেছেন যে তিনি অন্যায়কারী এবং সৎকর্মকারীর সাথে এই দুনিয়া বা পরকালে সমান আচরণ করবেন না, কারণ এটি তাঁর ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

" নাকি যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

এই ইচ্ছাপূরণকারী চিন্তাবিদ বিশ্বাস করেন যে তারা মহান আল্লাহকে সম্মান দেখাচ্ছেন, যদিও তারা আসলে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে তিনি ন্যায়বিচারের সাথে বিচার

করেন না কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে তিনি ভাল কাজকারীর সাথে অন্যায়কারীর সমান আচরণ করবেন। মহান আল্লাহর প্রতি আশা সর্বদা তাঁর আনুগত্যের সাথে বাঁধা। যে ব্যক্তি তার আনুগত্য করার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, তাকে প্রদত্ত নেয়ামতগুলোকে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করে এবং তারা যে পাপগুলো করে থাকে তার জন্য আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয় সে মহান আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার আশা করার যোগ্য।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

আর একটি বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস যারা ইসলামি শিক্ষাগুলো শিখতে ও আমল করতে ব্যর্থ হয় তারা কিয়ামত ও জাহান্নামের শাস্তিকে ছোট করে। তারা ধরে নেয় যে তারা মুসলমান হওয়ায় তারা মুসলমান হয়েই মারা যাবে, যার অর্থ তারা শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে, এমনকি তাদের প্রথমে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হলেও। প্রথমত, ঈমানের সাথে এই পৃথিবী ত্যাগের নিশ্চয়তা নেই এবং যারা তাদের অজ্ঞতার কারণে মহান আল্লাহর অবাধ্যতায় অবিচল থাকে তারা তাদের বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে পারে কারণ তারা আনুগত্যের সাথে তাদের ঈমানকে লালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ঈমান হল একটি উদ্ভিদের মত যাকে অবশ্যই ভালো কাজের মাধ্যমে পুষ্ট করতে হবে এবং যেভাবে একটি গাছ মারা যায় যখন এটি পুষ্টি পায় না, যেমন পানি, তেমনি একজন মুসলিমের ঈমানও ভালো হতে পারে যারা কর্মের মাধ্যমে তাদের মৌখিক ঘোষণাকে সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ত, কিয়ামত ও জাহান্নামের শাস্তি এক মুহুর্তের জন্যও অসহনীয়, বহু বছর

চলে গেলেও। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, বিচারের দিন যে ব্যক্তি তাদের পার্থিব জীবনকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছে তাকে এক মুহূর্তের জন্য জাহান্নামে নিমজ্জিত করে ফিরিয়ে আনা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তিনি তার সমগ্র অস্তিত্বে ভাল কিছু অনুভব করেছেন কিনা যার জন্য তিনি নেতিবাচক উত্তর দেবেন, কারণ জাহান্নাম এমন ভয়ানক যা একজন ব্যক্তির কখনও অনুভব করা যেকোনো উপভোগের স্মৃতি এবং অনুভূতিকে ধ্বংস করে দেয়। সুনানে ইবনে মাজাহ, 4321 নং আয়াতে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এটা পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট যে জাহান্নামের একটি মুহূর্তও অসহনীয় তাই এটাকে পার্থিব কারাগারের মতো অবজ্ঞা করা উচিত নয়। উপরন্তু, এই বিভ্রান্তিকর মনোভাব একই কিতাবের লোকেরা গ্রহণ করেছিল যারা জাহান্নামকেও হেয় করেছিল এবং ফলস্বরূপ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের সমালোচনা করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 80:

" এবং তারা বলে, "আগুন কখনই আমাদের স্পর্শ করবে না, [কয়েকটি] গণনা দিন ছাড়া।" বল, "তুমি কি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার নিয়েছ? কেননা আল্লাহ কখনই তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জানো না?"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

অজ্ঞ মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত আরেকটি ধ্রুপদী বিভ্রান্তিকর ধারণা হল যে, তারা ধরে নেয় যে, তারা বিচারের দিনে একজন পবিত্র ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক এবং শিক্ষকের মধ্যস্থতার দ্বারা রক্ষা পাবে, যেমন মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যদিও তারা মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল ছিল। যদিও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফায়াত একটি বাস্তবতাও কম নয়, তবুও অনেক মুসলিম জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং আগেই বলা হয়েছে, জাহান্নামের একটি মুহূর্তও অসহনীয়। উপরন্তু, এই অজ্ঞ লোকেরা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে মুসলমানদের জন্য সুপারিশ করবেন, সেভাবে তিনি তাদের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দেবেন যারা পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও আমল পরিত্যাগ করেছে। 25 অধ্যায় আল ফুরকান, আয়াত 30:

"এবং রাসূল বলেছেন, "হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে পরিত্যক্ত জিনিস হিসাবে গ্রহণ করেছে।" "

কেউ কিছু গ্রহণ ও গ্রহণ করার পরেই তা পরিত্যাগ করতে পারে। অতএব, এটি স্পষ্টতই মুসলমানদেরকে বোঝায় কারণ তারাই পবিত্র কুরআন গ্রহণ করেছে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচার দিবসে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন তার কী ঘটবে তা নির্ধারণ করতে একজন আলেম লাগে না।

এই অজ্ঞ লোকেরা বিশ্বাস করে যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত, তাদের কর্ম নির্বিশেষে তাদের ক্ষমা করা হবে। এই একই বিভ্রান্তিকর মনোভাব ছিল আহলে কিতাবদের দ্বারা গৃহীত যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সমালোচনা করেছেন। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 18:

কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বলুন, তাহলে তিনি কেন তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেবেন? বরং তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্য থেকে তোমরা মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

একজন অজ্ঞ ব্যক্তি যে ইসলামী জ্ঞান শিখতে এবং তার উপর আমল করতে ব্যর্থ হয় সে ধরে নেবে যে, মহান আল্লাহর ঐতিহ্য তাদের জন্য পরিবর্তিত হবে। অর্থ, যদিও তিনি পূর্ববর্তী জাতিগুলিকে শাস্তি দিয়েছেন এবং শাস্তি দেবেন যারা ক্রমাগত তাঁর অবাধ্য ছিল, অজ্ঞ ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে এই ঐতিহ্য তাদের জন্য পরিবর্তিত হবে। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, মহান আল্লাহর ঐতিহ্য কারো বা কোনো জাতির জন্য পরিবর্তিত হয় না। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 43:

“...তাহলে কি তারা পূর্ববর্তী জাতির পথ [অর্থাৎ ভাগ্য] ছাড়া অপেক্ষা করে? কিন্তু আপনি আল্লাহর পথে [অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে] কোনো পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর পথে কোনো পরিবর্তনও পাবেন না।”

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

অজ্ঞ মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত আরেকটি ক্লাসিক বিভ্রান্তিকর অনুমান হল যে তারা ধরে নেয় যে তারা বিচারের দিনে জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাবে কারণ তারা দাবি করে যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি ভালবাসার দাবি করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যদিও তারা তার ঐতিহ্য শেখার এবং অভিনয়ের মাধ্যমে এই ভালবাসা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়। তারা মনে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে যে, এমনকি পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নবী-রাসূলকে ভালোবাসে বলে দাবি করে, তবুও তারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ বিচারের দিন তারা তাদের সাথে থাকবে না। একই পরিণতি সেই মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঘটবে যারা কার্যত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়, যার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দান করা আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। এটি অনেক আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমন অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 69:

“আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ নবীদের অনুগ্রহ করেছেন, সত্যের অবিচল, শহীদ এবং নেককার। আর সঙ্গী হিসেবে তারা উত্তম।"

এই আয়াতটি স্পষ্ট করে দেয় যে এই পরিণতি শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা কার্যত আল্লাহ, মহান এবং তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য করে, তাদের জন্য নয় যারা কেবল তাদের কথার মাধ্যমে ভালবাসার দাবি করে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 78:

" এবং তাদের মধ্যে [কিতাবের লোকেরা] অশিক্ষিত আছে যারা কিতাব [তওরাত ও বাইবেল] জানে না [ইচ্ছাকৃত চিন্তায় লিপ্ত], কিন্তু তারা কেবল অনুমান করে।"

উপসংহারে বলা যায়, অন্যের দ্বারা বিপথগামী হওয়া এবং আল্লাহ, মহান, পবিত্র কুরআন, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং পরকাল সম্পর্কে ইচ্ছুক চিন্তাভাবনা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস অবলম্বন করা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল শিক্ষা ও আমল। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্যের উপর। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করবে, যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য। এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

কিন্তু যে ব্যক্তি এই আচরণে ব্যর্থ হয় এবং তার পরিবর্তে অজ্ঞতা অবলম্বন করে, সে তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করবে। এর ফলে দুনিয়াতে মানসিক চাপ ও অসুবিধার সৃষ্টি হবে এবং তারপর তারা পরকালে এমন অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হবে যা তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে কখনো উপলব্ধি বা আশা করেনি। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

এবং অধ্যায় 39 আজ জুমার, আয়াত 47:

"এবং যারা অন্যায় করেছে তাদের কাছে যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে এবং এর সাথে তার অনুরূপ সবকিছুই থাকত, তবে তারা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে খারাপ

শাস্তি থেকে নিজেদেরকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন কিছু উপস্থিত হবে যা তারা আমলে নেয়নি।"

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 79-82

فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنٗا
قَلِيلٗاۖ فَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا يَكۡسِبُونَ ٧٩

وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامٗا مَّعۡدُودَةٗۚ قُلۡ أَتَّخَذۡتُمۡ عِندَ ٱللَّهِ عَهۡدٗا فَلَن يُخۡلِفَ
ٱللَّهُ عَهۡدَهُۥٓۖ أَمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٨٠

بَلَىٰۚ مَن كَسَبَ سَيِّئَةٗ وَأَحَٰطَتۡ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا
خَٰلِدُونَ ٨١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٨٢

"অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজের হাতে "কিতাব" লেখে, তারপর বলে, "এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে", যাতে তা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। তাদের হাত যা লিখেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক।

আর তারা (আহলে কিতাব) বলে, "কিছু দিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না।" বল, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার নিয়েছ? কেননা আল্লাহ কখনই তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না?"

হ্যাঁ, [বিপরীত] যে ব্যক্তি মন্দ উপার্জন করে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে- তারাই জাহান্নামের সঙ্গী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই জান্নাতের সাথী; তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।"

“অতএব দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজের হাতে “কিতাব” লেখে, তারপর বলে, “এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে”, যাতে তা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। তাদের হাত যা লিখেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক। আর তারা (আহলে কিতাব) বলে, "কিছু দিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না।" বল, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার নিয়েছ? কেননা আল্লাহ কখনই তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না?" হ্যাঁ, [বিপরীতভাবে] যে ব্যক্তি মন্দ উপার্জন করে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে- তারাই সেখানে চিরকাল থাকবে; সেখানে চিরকাল থাকবে।"

মহান আল্লাহ সেই কিতাবের লোকদের সমালোচনা করেন যারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ঐশ্বরিক কিতাবগুলোকে পরিবর্তন ও ভুল ব্যাখ্যা করেছেন পার্থিব জিনিস, যেমন সম্পদ ও নেতৃত্ব লাভের জন্য। উদাহরণস্বরূপ, তারা ঐশ্বরিক আইন পরিবর্তন করার জন্য ধনীদের কাছ থেকে ঘুষ নেবে যাতে তাদের পার্থিব ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে পাপ করার জন্য ছাড় দেওয়া হয়। এমনকি তারা তাদের অন্ধ অনুসারীদের ইসলাম গ্রহণে বাধা দেওয়ার জন্য মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বর্ণনা এবং তাদের আসমানী ধর্মগ্রন্থে উল্লেখিত পবিত্র কুরআনের বর্ণনাও পরিবর্তন করে। অধ্যায় 6 আল আনআম, আয়াত 20:

“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা এটাকে স্বীকৃতি দেয় [পবিত্র কুরআন] যেভাবে তারা তাদের [নিজের] ছেলেদের চিনেছে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 146:

"যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] চেনে যেমন তাদের নিজেদের ছেলেদেরকে চেনে..."

এবং অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 79:

" সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজের হাতে "কিতাব" লেখে, তারপর বলে, "এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে", যাতে তা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে...

কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করেন যে, তারা যে পার্থিব জিনিসই অর্জন করুক না কেন তারা তাদের আসমানী কিতাবগুলোকে কঠোরভাবে মেনে নিলে মহান আল্লাহকে আন্তরিকভাবে মেনে চললে তারা যা অর্জন করত তার তুলনায় তারা ছোট হবে। উভয় জগতের মানসিক শান্তি এবং সাফল্য যারা সঠিকভাবে আচরণ করে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করার মাধ্যমে যে ফোঁটা পাওয়া যায় তার তুলনায় একটি সমুদ্রের মতো। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

উপরন্তু, এইভাবে তাদের বিশ্বাসের সাথে আপস করার মাধ্যমে যে পার্থিব জিনিসগুলি পাওয়া যায় তা তাদের জন্য চাপ, দুঃখ এবং হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ মহান আল্লাহ একাই তাদের বহনকারীর উপর পার্থিব আশীর্বাদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি একাই নিয়ন্ত্রণ করেন। মানুষের আধ্যাত্মিক হৃদয়, মনের শান্তির আবাস। এই কারণেই প্রায়শই পার্থিব বিলাসিতায় নিমজ্জিত ব্যক্তিরা অন্য কারো চেয়ে বেশি মানসিক সমস্যা যেমন উদ্বেগ, বিষণ্নতা এবং আত্মহত্যার প্রবণতায় ভোগেন। এটি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে মনের শান্তি ছাড়া সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ এবং বিলাসিতা তুচ্ছ, ঠিক যেমন 79 নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

যারা ইচ্ছাকৃতভাবে খোদায়ী শিক্ষার সাথে আপস করে তাদের জন্য এই পার্থিব ও আখেরাতের শাস্তি নিজেদের এবং অন্যদেরকে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার করার ছাড় দেয়।

"...তাদের হাত যা লিখেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক।"

একটি অভিশাপ একজনকে মহান আল্লাহর রহমত থেকে সরিয়ে দেয়, যা তাদের এই দুনিয়া বা পরের উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য পেতে বাধা দেয়, তা নির্বিশেষে তারা যা কিছু পার্থিব জিনিস পেতে পারে। উপরন্তু, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সুনানে ইবনে মাজাহ, 253 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, জাগতিক জিনিসের জন্য ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা, যেমন অন্যদের দেখানো জাহান্নামে প্রবেশ করুন।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 79:

" সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজের হাতে "কিতাব" লেখে, তারপর বলে, "এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে", যাতে তা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। তাদের হাত যা লিখেছে তার জন্য তাদের জন্য এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক।"

এই মনোভাবের একটি শাখা হল যখন তথাকথিত ইসলামিক পণ্ডিতরা এমন কর্মের সমর্থন করেন যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের মধ্যে নেই, একটি অনুসরণ সংগ্রহ করার জন্য, যখন দাবি করে যে তারা কি উকিল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলস্বরূপ, তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা এই প্রথাগুলিকে আঁকড়ে ধরে বিশ্বাস করে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে এবং এই আলেমদেরকে তাদের আধ্যাত্মিক নেতা হিসাবে গ্রহণ করে যাদের আনুগত্য সকল পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক। মুসলমানদের অবশ্যই এই ধরনের লোকদের এড়িয়ে চলতে হবে এবং পরিবর্তে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যগুলি শিখতে এবং আমল করতে হবে এবং অন্যান্য সমস্ত কাজ এড়িয়ে চলতে হবে, এমনকি

যদি সেগুলিকে ভাল কাজ বলে মনে হয়, একজন অন্য জিনিসের উপর যত কম কাজ করবে তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর তত কম কাজ করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

79 শ্লোকে বর্ণিত মনোভাবটি কন শিল্পীদের দ্বারাও গৃহীত হয় যারা একটি পারিশ্রমিকের জন্য ধর্মীয় আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের পার্থিব সমস্যা সমাধানের দাবি করে। তারা আধ্যাত্মিক ব্যায়াম করে দাবি করে যে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, যদিও তিনি বা তাঁর পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নির্দেশ দেননি। এইসব লোকদেরকে যেকোন মূল্যে এড়িয়ে চলতে হবে কারণ তারা শুধুমাত্র মুসলমানদেরকে মহান আল্লাহর উপর আস্থা হারাতে উৎসাহিত করে এবং যেহেতু তারা মুসলমানদের পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্য থেকে দূরে নিয়ে যায়। , যা পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 79:

" সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজের হাতে "কিতাব" লেখে, তারপর বলে, "এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে", যাতে তা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে। তাদের হাত যা লিখেছে তার জন্য তাদের জন্য এবং তারা যা উপার্জন করেছে তার জন্য তাদের জন্য ধিক।"

মহান আল্লাহ যে কারণে এই মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন তার অন্যতম কারণ এটি অন্য লোকদের বিপথগামী হওয়ার দিকে নিয়ে যায়। বিভ্রান্তিকর মনোভাব অবলম্বন করা যথেষ্ট খারাপ কিন্তু মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তা আরও

খারাপ হয়ে যায়, যখন একজনের কাজ অন্যের পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, যে অন্যকে পথভ্রষ্ট করে, সে তাদের প্রত্যেক বিভ্রান্ত অনুসারীর সমান পাপ ভোগ করবে। জামি আত তিরমিযী, 2674 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। অতএব, একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা শিখবে, কাজ করবে এবং অন্যদেরকে পবিত্র কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে মেনে চলার পরামর্শ দেবে। , সব সময়ে

মহান আল্লাহ তায়ালা ব্যাখ্যা করেছেন যে, কেন গ্রন্থের লোকদের মধ্যে থেকে অনেক আলেম ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের আসমানী কিতাবগুলিকে সম্পাদনা ও ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 80:

" *আর তারা (আহলে কিতাব) বলে, "কিছু দিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না।"*

তারা তাদের ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাধারার মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রতারিত করেছিল যখন তারা ধরে নিয়েছিল যে তারা মহান আল্লাহর প্রিয়, এবং ফলস্বরূপ তিনি তাদের পাপের জন্য সরাসরি ক্ষমা করবেন বা তাদের খুব হালকা শাস্তি দেবেন। এই ফলাফলগুলি তাই সম্পদ এবং নেতৃত্বের মতো পার্থিব জিনিসগুলি অর্জনের জন্য তাদের ঐশ্বরিক ধর্মগ্রন্থগুলিকে সম্পাদনা এবং ভুল ব্যাখ্যা করেছে, ঠিক যেমন একজন চোর যে মূল্যবান কিছু চুরি করার পরিকল্পনা করে যে ঝুঁকিটি মূল্যবান বলে বিশ্বাস করে, এমনকি যদি তারা ধরা পড়ে এবং কারাগারে পাঠানো হয়। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 18:

কিন্তু ইহুদী ও খ্রিস্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। বলুন, তাহলে তিনি কেন তোমাদের পাপের জন্য তোমাদের শাস্তি দেবেন? বরং তিনি যাদের সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্য থেকে তোমরা মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন..."

কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁর দৃষ্টিতে ইচ্ছাপূরণের কোনো মূল্য নেই এবং যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্যতা অব্যাহত রাখে সে তাদের কর্মের পরিণতি ভোগ করবে। উপরন্তু, তাদের মনোভাব মহান আল্লাহকে অসম্মান করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি বিচারের দিন ভাল এবং অন্যায়কারীর সাথে সমান আচরণ করবেন। অধ্যায় 45 আল জাথিয়াহ, আয়াত 21:

" নাকি যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে আমরা তাদের তাদের মত করে দেব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে - তাদের জীবন ও মৃত্যুতে সমান করে দেব? তারা যা বিচার করে তা মন্দ।"

বইয়ের লোকেরা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি অন্যদের তাদের পাপের জন্য শাস্তি দেবেন কিন্তু তাদের রেহাই দেবেন। ফলস্বরূপ, তারা মহান আল্লাহর প্রতি অন্যায়কে দায়ী করে, যা নিজেই একটি গুরুতর পাপ। এটি 80 নং আয়াতের শেষে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 80:

" আর তারা (আহলে কিতাব) বলে, "কিছু দিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না।" বল, "তোমরা কি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার নিয়েছ? কেননা আল্লাহ কখনই তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না। নাকি তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না?"

তাই মুসলমানদের অবশ্যই পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভুল ব্যাখ্যা করার মনোভাব পরিহার করতে হবে, পার্থিব জিনিস যেমন সম্পদ ও নেতৃত্ব লাভের জন্য। দুঃখের বিষয়, অনেক মুসলমান এই দাবি করে কিতাবের লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে যে তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে তারা মহান আল্লাহর প্রিয়। ফলস্বরূপ, তারা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করার জন্য ক্ষমা বা মৃদু শাস্তির শিকার হবে বলে বিশ্বাস করে কিতাবধারীদের মতোই ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাধারা গ্রহণ করে। যার ফলশ্রুতিতে তাদের দেওয়া আশীর্বাদের অপব্যবহার হয়। তারা বুঝতে ব্যর্থ হয় যে, যদিও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ একটি সত্য, তবুও অনেক মুসলিম জাহান্নামে যাবে। হাদিসগুলিতে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে বিচার দিবসে তাঁর সুপারিশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন সুনানে ইবনে মাজা, 4308 নম্বরে পাওয়া যায় । মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে বিচার দিবসে একজন যারা তাদের পার্থিব জীবনকে সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছে তাদেরকে ক্ষণিকের জন্য জাহান্নামে নিমজ্জিত করা হবে এবং ফিরিয়ে আনা হবে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তিনি তার সমগ্র অস্তিত্বে ভাল কিছু অনুভব করেছেন কিনা যার জন্য তিনি নেতিবাচক উত্তর দেবেন, কারণ জাহান্নাম এমন ভয়ানক যা একজন ব্যক্তির কখনও অনুভব করা যেকোনো উপভোগের স্মৃতি এবং অনুভূতিকে ধ্বংস করে দেয়। সুনানে ইবনে মাজাহ 4321 নং আয়াতে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে জাহান্নামে একটি মুহূর্তও অসহনীয় তাই জাহান্নামে তাদের যে শাস্তি দেওয়া হবে তা হালকা হবে বলে ধরে নেওয়া উচিত নয়।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার দীর্ঘকালের ঐতিহ্যকে সকল জাতির কাছে স্পষ্ট করে দেন, যা অনেকেরই গৃহীত ইচ্ছাপূর্ণ চিন্তাভাবনাকে পরিষ্কারভাবে দূর করে দেয়। কোন ব্যক্তি বা জাতির জন্য এই ঐতিহ্য পরিবর্তন করা হবে না, কারণ এটি মহান আল্লাহর ন্যায়বিচারকে চ্যালেঞ্জ করবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 81-82:

“ হ্যাঁ, [বিপরীত] যে ব্যক্তি মন্দ উপার্জন করে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন করে - তারাই জাহান্নামের সাথী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই জান্নাতের সাথী; তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।"

একজন তাদের পাপের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া তখন ঘটে যখন কেউ তার থেকে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়ার চেষ্টা না করে তাদের পাপপূর্ণ আচরণে অবিরত থাকে। আন্তরিক অনুতাপের মধ্যে রয়েছে অপরাধবোধ, আল্লাহ, মহান বা অন্য কারো কাছে ক্ষমা চাওয়া, যতক্ষণ না এটি পরিস্থিতি আরও খারাপ না করে, একই বা অনুরূপ পাপ আবার না করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং কোনও অধিকার আদায় করা। যা আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি লঙঘন করা হয়েছে। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তওবা করে তাদের পাপগুলোকে বেষ্টন করা হবে না, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি যারা সাহসের সাথে মহান আল্লাহর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকে।

মহান আল্লাহ এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নিজের ঈমানকে বাস্তবায়িত না করে দুনিয়া বা পরকালের সফলতা সম্ভব নয়, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা

ব্যবহার করা, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঐতিহ্য। ক্রিয়াকলাপে সমর্থন না করে মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করা ইহকাল বা পরকালে মানসিক শান্তি এবং সাফল্যের দিকে পরিচালিত করবে না। প্রকৃতপক্ষে, যে তাদের বিশ্বাসকে বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয় সে তাদের বিশ্বাস ছাড়াই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে চলে, যা সবচেয়ে বড় ক্ষতি। এটি ঘটতে পারে কারণ একজনের বিশ্বাস একটি গাছের মতো যা অবশ্যই ভাল কাজের দ্বারা পুষ্ট করা উচিত। একইভাবে একটি উদ্ভিদ মারা যায় যখন এটি জলের মতো পুষ্টি পেতে ব্যর্থ হয়, তেমনি একজন ব্যক্তির বিশ্বাস ভাল হতে পারে যে ভাল কাজের মাধ্যমে এটিকে পুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 82:

"কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে- তারাই জান্নাতের সাথী; তারা সেখানে অনন্তকাল থাকবে।"

উপসংহারে, একজনকে অবশ্যই তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে ঐশ্বরিক শিক্ষার অপব্যাখ্যা করা এড়াতে হবে। কোন ঐশ্বরিক আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞাগুলিকে তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে উপেক্ষা করা উচিত এবং কোনটি উপেক্ষা করা উচিত তা তাদের বেছে নেওয়া উচিত নয়, কারণ এটি ঐশ্বরিক শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করার একটি রূপ। তাদের অবশ্যই ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনাকে এড়িয়ে চলতে হবে এই ধারণা করে যে তারা মহান আল্লাহকে মান্য করাকে উপেক্ষা করতে পারে, তবুও উভয় জগতেই মানসিক শান্তি এবং সাফল্য অর্জন করতে পারে। এই মনোভাব শুধুমাত্র উভয় জগতেই ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন

অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

পরিবর্তে, তাদের অবশ্যই আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে, পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করে তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। এই মনোভাব মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400+ English Books / كتب عربية / اردو کتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
AudioBooks : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

Achieve Noble Character